তারিখ 19 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

যুগান্তর

পাঠ্যবইয়ে 'বজ্রপাত' যুক্ত করার চিন্তা-ভাবনা

যুগান্তর রিপোর্ট

বজ্রপাতে করণীয় সম্পর্কে সচেতন করতে পাঠ্যবইয়ে এ সংক্রান্ত প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা-ভাবনা চলছে। পাশাপাশি সাইক্লোন সেন্টারের আদলে হাওর-বাঁওড় এলাকায় বজ্রপাত আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। বাংলাদেশে সম্প্রতি দুই দিনে বজ্রপাতে ৮১ জন মারা যাওয়ায় এসব উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে সরকার। এছাড়া বজ্রপাতে নিহত ব্যক্তির অসচ্ছল পরিবারকে ভিজিএফ (ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং) কার্ডের মাধ্যমে সহায়তার চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। শনিবার রাজধানীতে অনুষ্ঠিত 'বজ পাতে করণীয়' শীর্ষক এক কর্মশালায় এমন তথ্য জানান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিরা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ সচিব মো. শাহ কামালের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু। বজ্রপাত নিয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এম আরশাদ মোমেন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. মোহসীন। এর ওপর বক্তব্য রাখেন ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসেফিকের ভিসি ড. অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক এএসএম মাকসুদ কামাল, ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজের পরিচালক অধ্যাপক মাহবুবা নাসরীন এবং জাইকার (জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি) কান্ট্রি প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা) নাওকি মাতসুমুরা।

প্রবন্ধে বলা হয়, বজ পাতে বিশ্বে প্রতি বছর মারা যাচ্ছে ২৪ হাজার মানুষ। আহত হচ্ছে প্রায় আড়াই লাখ। আর প্রতিদিন প্রায় ৮০ লাখবার বজ পাত হচ্ছে সারা বিশ্বে। বজ পাতে প্রতি বছর ক্ষতি হচ্ছে প্রায় ১০০ কোটি ডলার। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত হয় ভেনিজুয়েলার মারাকাইবো লেকে, গড়ে বছরে ৩০০ দিন। অথচ এ বিষয়ে করণীয় সর্ম্পকে জানে না সাধারণ মানুষ। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ঝড়বৃষ্টির সময় বজ পাত বাংলাদেশে সব সময়ই হতো। কিন্তু গত কয়েক বছরে এর মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে।

এ প্রসঙ্গে ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেন, সরকার বজ্রপাতে নিহত ব্যক্তির পরিবারকে তাৎক্ষণিক সহায়তা হিসেবে ১০ থেকে ২৫ হাজার টাকা ও আহত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য ৭ থেকে ১৫ হাজার টাকা সহযোগিতা হিসেবে দিয়েছে। চলতি বছর এ পর্যন্ত ১৮ লাখ টাকা আর্থিক সহযোগিতা দেয়া হয়েছে। বজ পাতে নিহত ব্যক্তির পরিবার অসচ্ছল হলে তাদের ভিজিএফ কার্ড দিয়ে সহযোগিতা করা যায় কিনা, তা ভেবে দেখতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, 'পাঠ্যপুস্তকে সহজ ভাষায় বজ পাতের সময় করণীয় বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এতে মানুষের মধ্যে সচেতনতা আসবে। হাওর-বাঁওড় এলাকায় বজ পাত আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করলে প্রাণহানির সংখ্যা কমে আসত। বজ্রপাতের সময় ফোনসহ ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার না করাই ভালো।

বজ্রপাত বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা এবং করণীয় নির্ধারণের জন্য কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সুপারিশ দেয়ার আহ্বান জানান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ সচিব মো. শাহ কামাল। এসব সুপারিশের ভিত্তিতে সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া হবে। এ সময় তিনি পাঠ্যবইয়ে বজ পাত সংক্রান্ত প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্তের বিষয়টি উল্লেখ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এম আরশাদ মোমেন বলেন, বজ্রপাতের জন্য দায়ী কিউমুলোনিম্বাস নামের মেঘ। কোনো স্থানে যদি কারও মাথার চুল বাইরের কোনো আকর্ষণে খাড়া হয়ে যায়, তবে বুঝতে হবে সেখানে বিদ্যুৎ চার্জ হচ্ছে, বজ্রপাত হবে। সেজন্য এ স্থান থেকে দূরে সরে যেতে হবে।